যুগান্তর

তারিখ 11 OCT 2012
পৃষ্ঠা ১৭

যশোর সরকারি মহিলা কলেজ

নানা সমস্যায় ব্যাহত হচ্ছে পাঠদান

মিলন রায়, যশোর ব্যুরো

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নারী শিক্ষা বিস্তারের অন্যতম পাদপীঠ যশোর সরকারি মহিলা কলেজের সমস্যার অন্ত নেই। অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ পদে কেউ না থাকায় প্রতিষ্ঠানটি অভিভাবকহীন হয়ে পড়েছে। এ ছাড়া ক্লাসরুম, শিক্ষক ও আবাসন সংকটের ফলে কলেজের স্বাভাবিক কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের অনেকেই যশোর সরকারি মহিলা কলেজের এই হতশ্রী অবস্থা দেখে হতাশ। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, এ অঞ্চলের নারীদের উচ্চশিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৬৫ সালে শহরের কারবালা এলাকায় ২ দশমিক ৮৯ একর জমির ওপর যশোর মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়। সর্বশেষ ২০০৫ সালে ইংরেজি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, ভূগোল, ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস, ইসলাম শিক্ষা ও দর্শন বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু হয়। আর বাংলায় চালু রয়েছে মাস্টার্স কোর্স। বর্তমানে কলেজটিতে উচ্চ মাধ্যমিক ছাড়াও স্নাতক (পাস), ৯টি বিষয়ে অনার্স ও ১টি বিষয়ে মাস্টার্স কোর্স চালু রয়েছে। অভিভাবক মহলের মতে, ৯টি বিষয়ে অনার্স থাকলেও মাত্র ১টি মাস্টার্স কোর্স চালু থাকায় অনার্স শেষ করার পর শিক্ষার্থীদের বিপাকে পড়তে হয়। শিক্ষার্থীরা জানান, অন্যান্য বিষয়ে মাস্টার্স কোর্স চালু না থাকায় অনার্স শেষে তাদের অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাস্টার্সে পড়ার জন্য যেতে হয়। আবার অনেকের পক্ষে অনার্স শেষ করে মাস্টার্স কোর্সে আর ভর্তি হওয়াও সম্ভব হয় না। বর্তমান প্রায় ৭ হাজার শিক্ষার্থী এই কলেজে পড়াশোনা করছে। আর শিক্ষকের পদ রয়েছে ৭৯টি। অথচ কর্মরত রয়েছেন মাত্র ৫৩ জন। ২৬টি শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে দীর্ঘ দিন। কলেজে সর্বশেষ অধ্যক্ষ ছিলেন নুরুন্নাহার। তিনি ২০১১ সালের ২০ নভেম্বর অন্যত্র বদলি হয়ে যান। এর পর থেকে উপাধ্যক্ষ লিয়াকত পারভেজ ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করছিলেন। তিনিও ১০ সেপ্টেম্বর বদলি হয়ে চলে গেছেন। ফলে অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের পদ দুটি শূন্য হওয়ায় ইংরেজি বিভাগের প্রধান ফাতেমা খাতুন বর্তমানে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করছেন। কলেজের উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষক সংকট আরও প্রকট বলে জানা গেছে। বিজ্ঞান বিভাগের ১৯টি শিক্ষকের পদের মধ্যে ১০টিই শূন্য রয়েছে। এ ছাড়া ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের পদ সৃষ্টি না হওয়ায় খণ্ডকালীন শিক্ষক দিয়েই কার্যক্রম চালানো হচ্ছে। কম্পিউটার বিষয়ক কোন শিক্ষক না থাকায় সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীরা চরম বিপাকে পড়েছে। শিক্ষকের পাশাপাশি যশোর মহিলা কলেজে শ্রেণীকক্ষের সংকটও প্রকট। কলা ও বিজ্ঞান— এ দুটি অ্যাকাডেমিক ভবনে শ্রেণীকক্ষ রয়েছে মাত্র ১৫টি। অথচ সব মিলিয়ে এখানে শ্রেণীকক্ষ দরকার অন্তত ৪০টি। দর্শন তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী নুরুন্নাহার রুবি, আঞ্জুমান নাহার ও সেলিনা খাতুন জানান, প্রয়োজনীয় শিক্ষক না থাকায় মাঝে মধ্যেই অনেক বিভাগের ক্লাস গ্যাপ পড়ে যায়। আবার ক্লাস রুমের অভাবেও তাদের ক্লাস বঞ্চিত হতে হয়। অর্থনীতি বিভাগের প্রভাষক মাহফুজা বেগম জানান, কলেজের অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের মতো দুটি গুরুত্বপূর্ণ ও শীর্ষ পদই শূন্য রয়েছে। এ অবস্থায় কলেজের শিক্ষক ও শ্রেণীকক্ষ সংকট নিরসন সবচেয়ে জরুরি। কলেজের অর্থনীতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মর্জিনা আক্তার জানান, শ্রেণীকক্ষ সংকটের কারণে শিক্ষার্থীদের নিয়মিত ক্লাস নেয়া দুরূহ হয়ে পড়েছে। এজন্য রুটিন অনুযায়ী সিলেবাস কভার করতেও সমস্যা হচ্ছে। এ ছাড়া কলেজে নেই কোন সেমিনার কক্ষ, অডিটরিয়াম ও খেলার মাঠ। লাইব্রেরি থাকলেও সেখানে বইয়ের সংখ্যা একেবারেই অপ্রতুল। এখানে শিক্ষার্থীদের বসার কোন স্থান নেই। কলেজের ৩টি আবাসিক হল রয়েছে। হলগুলোতে ৪৬০টি সিট থাকলেও সাড়ে ৫০০'র বেশি শিক্ষার্থী গাদাগাদি করে অবস্থান করছে। এ ছাড়া বিপুল শিক্ষার্থী আশপাশের এলাকায় ছাত্রীনিবাসে থেকে পড়াশোনা করছে। ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ফাতেমা খাতুন বলেন, শতভাগ সমস্যা কিংবা সঙ্কট দূর করা আসলেই কঠিন। তারা এসব সমস্যা নিরসনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছেন।

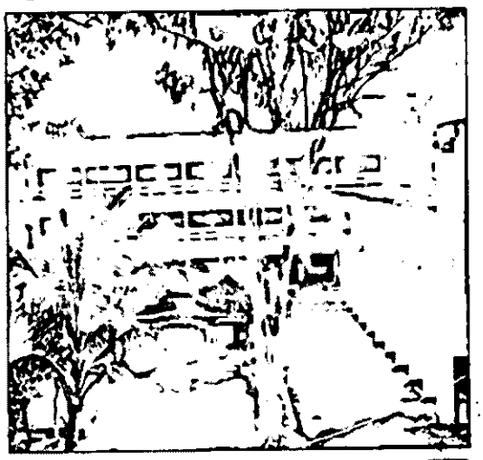

যুগান্তর

যশোর সরকারি মহিলা কলেজ। সুযোগ-সুবিধার পরিবর্তে বেড়েছে সমস্যা